সংবাদ

কর্মশালায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব

শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার বানাতে হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষাকে দারিদ্র্যবিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে পরিণত করতে নতুন সাক্ষরদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নতুন সাক্ষরদের মানবসম্পদে রূপান্তর করার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। মানব উন্নয়নে সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (পিএলসিইএইচডি-১) নামে একটি প্রকল্প নেয় হয়েছে। বিশ্ব ও সুইস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের (এসডিসি) আর্থিক সহায়তায় মোট ৩৪১.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত এ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-পরবর্তী ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ এর ৩য়-বি ও ৪র্থ পর্যায়ের নির্বাচিত ২৯৩টি এনজিওকে অবহিতকরণ দু'দিনের ওরিয়েনটেশন কর্মশালা শুরু হয়েছে। মানব উন্নয়নের জন্য অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (পিআইসিইএইচডি) আয়োজিত এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এ কে এম সামসুদ্দীন।

এ উপলক্ষে গতকাল সকালে এলজিইডি ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক এ কে এম মানজুরুল হকের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখের পিএলসিইএইচডি প্রকল্প-১ এর প্রকল্প পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম।

সচিব এ কে এম সামসুদ্দীন বলেন, শিক্ষাকে দারিদ্র্যবিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে নতুন সাক্ষরদের প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে মানব সম্পদে রূপান্তর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (পিএলসিইএইচডি-১) নামে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের অধীনে এনজিও নিয়োগ করে ৭টি পর্যায়ে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ১৩ লাখ ৬২ হাজার শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ট্রেডে ৯ মাসব্যাপী সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা দেয়া হবে তিনি বলেন, এরই মধ্যে ১ম ও ২য় পর্যায়ে ৬ হাজার ৮৮৫টি কেন্দ্র স্থাপন করে ৪ লাখ ৪১ হাজার শিক্ষার্থীকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৩য়-এ ও ৪র্থ-এ পর্যায়ে ১ লাখ ৪৯ হাজার প্রশিক্ষণার্থী সদ্য প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক একেএম মানজুরুল হক বলেন, বাংলাদেশে এরই মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তার কাছাকাছি পৌছে গেছে। এখন প্রয়োজন এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে দেশের দারিদ্র্যবিমোচন তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন। এটা সম্ভব যদি এই শিক্ষাকে কাজে লাগানো যায়। বিশ্বায়নের এ যুগে তীব্র প্রতিযোগিতায় বিশ্বে টিকে থাকার প্রয়াসে দেশের মানুষকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের জন্য তিনি সব এনজিও কর্মকর্তাকে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, প্রকল্পের ৩য়-বি ও ৪র্থ-বি পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করার জন্য গত ২৮ জনু ২৬৩টি এনজিও'র সঙ্গে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চুক্তি সই হয়েছে। প্রকল্প থেকে এই এনজিওগুলোর অনুকূলে ব্যাংক এডভাইসের মাধ্যমে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। ওরিয়েনটেশন ওয়ার্কশপের পর ২ ব্যাচে সব এনজিও মাস্টার ট্রেনারের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। মাস্টার ট্রেনাররা সহায়ক-সহায়িকা নির্বাচন করে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কেন্দ্রে পিএলসিই কার্যক্রম শুরু করবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য কর্মকর্তা বলেন, এনজিও কার্যক্রম শুরু করার জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। এ জন্য সব বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট ৩২ জন জেলা প্রশাসক, ২০৫ জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং মাঠপর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সব কর্মকর্তাকে ডিও পত্রের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অবহিত করে সহযোগিতা কামনা করার আহ্বান জানান।